BURO
Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

এপ্রিল-জুন ২০১৭ • সংখ্যা-৯ • বর্ষ-২

জোস্না আক্তারের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ • সংখ্যা-৪ • বর্ষ-২

সম্পাদকীয়

আন্তরিক শুভেচ্ছা সকলকে। ত্রৈমাসিক মুখপত্র "প্রত্যয়" এর নবম সংখ্যা প্রকাশিত হল। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সফল বছর বলা যায়। বুরোর প্রতিটি অঞ্চলই কমবেশী ইতিবাচক ফল অর্জন করেছে। বছরব্যাপী সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংস্থার আয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে যা বুরোকে টেকসই করতে ভূমিকা রাখবে। চমৎকার ফলাফলের জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন! এখন শাখার কর্মীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং কাজের মান আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, সাহস বেড়েছে, অর্জনও বেড়েছে। এই সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী বছরে সংস্থার ঋণ পোর্টফোলিও আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র মানুষ আরও উপকৃত হবে।

সম্প্রতি সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল হাওড়ে উজানের ঢলে সৃষ্ট ভয়াবহ অকাল বন্যায় সবকিছু হারিয়ে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় বুরো তাদের জীবন ধারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ১০০০ পরিবার এবং সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর উপজেলার ১৫০০ পরিবারের মধ্যে জরুরী ত্রাণ বিতরণ করা হয়। অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আমাদের কর্মীবৃন্দ অনেক কষ্ট স্বীকার করে সুশৃংখলভাবে ত্রাণ বিতরণের কাজ সম্পাদন করায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাভার অঞ্চলের জিরাবো শাখায় কর্মরত আছেন কর্মসূচী সংগঠক জোসনা আক্তার; এর আগে দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলে। একজন সফল মাঠকর্মী হিসেবে তার অর্জন ছাড়িয়ে গেছে অন্য সবাইকে। এখন পর্যন্ত জোসনা আক্তার-ই বুরো বাংলাদেশ-এর একমাত্র কর্মী যার একার ঋণ পোর্টফোলিও পাঁচ কোটি টাকা। জোসনা আক্তারকে অভিনন্দন!

গত মাসখানেক যাবৎ দেশব্যাপী চিকুনগুনিয়া এবং ডেংগুসহ বিভিন্ন ভাইরাল রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকগণ মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন, যা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি। আমরা প্রত্যেকে এ বিষয়ে সচেতন থাকব এবং আমাদের সদস্যসহ পরিবারের অন্যদেরও সচেতন করব। এ সংখ্যায় চিকুনগুনিয়া রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ের উপর একটি নিবন্ধ দেয়া হলো।

গত প্রান্তিকে আমরা দুজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ভাইবোনকে হারিয়েছি। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাদের নিকটজনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। সংস্থায় তাদের অবদান বুরো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

আপনারা অর্থাৎ বুরোর কর্মীগণ 'প্রত্যয়' এর প্রাণ ও চালিকাশক্তি। প্রত্যয়কে টিকিয়ে রাখতে এবং আরও আকর্ষণীয় করতে বেশী বেশী লেখা পাঠান।

নতুন অর্থবছরে আরও সফলতা আসুক - সকলের আরও ভাল সময় কাটুক এই প্রত্যাশা করি।

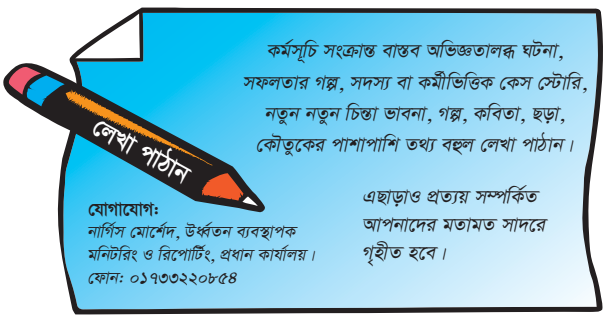

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

সাফল্যগাঁথা

জ্যোস্না আক্তারের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

পাঁচ কোটি টাকার পোর্টফোলিও

সফল কর্মী জোসনা আক্তার-এর সাক্ষাৎকার

জোসনা আক্তার, বুরো বাংলাদেশ-এর একজন কর্মসূচী সংগঠক। কর্মরত আছেন সাভার অঞ্চলের জিরাবো শাখায়; এর আগে দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ইতোমধ্যে একজন অসাধারণ মাঠকর্মী হিসেবে তার অর্জন ছাড়িয়ে গেছে অন্য সবাইকে। এখন পর্যন্ত জোসনা আক্তার-ই বুরো বাংলাদেশ-এর একমাত্র কর্মী যার ঋণ পোর্টফোলিও পাঁচ কোটি টাকা। বুরো বাংলাদেশের হাজারো কর্মীর মধ্যে এই অদ্বিতীয় অর্জন তাকে এনে দিয়েছে সেরা কর্মীর পরিচিতি। সম্প্রতি নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধান কার্যালয়ে। আমন্ত্রিত হয়ে জিরাবো শাখার ব্যবস্থাপক শামীম রেজার সাথে প্রধান কার্যালয়ে এলে জোসনা আক্তারের সাথে কথা বলেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। তাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে। তবে জোসনা আক্তারের সাফল্যের স্বীকৃতি এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। এর কিছুদিন পর তার সাফল্যগাঁথা ও অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে প্রধান কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এক মতবিনিময় সভার। এই সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কর্মসূচী সংগঠকদের। ঐ অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জোসনা আক্তারের বক্তব্য শুনেন এবং উপস্থিত মাঠকর্মীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন যাতে তারাও জোসনা আক্তারের মত দৃষ্টান্তমূলক পেশাগত সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এরকম ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমিও কথা বলেছিলাম জোসনা আক্তারের সাথে। শুনেছি তার অনুভূতি ও কর্ম অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের ঐ কথোপকথনটি ভিডিও করেছিলাম সাক্ষাৎকার হিসেবে। এ সময় সাথে থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন

আহমেদ ও জিরাবো শাখার ব্যবস্থাপক শামীম রেজা। প্রত্যয়ের পাঠকদের জন্য এখানে সেই সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: বুরো বাংলাদেশে আপনিই সর্বোচ্চ পোর্টফোলিও নিয়ে কাজ করছেন– কিভাবে জানলেন?

জোসনা আক্তার: আমি যখন পোর্টফোলিও রিপোর্ট করি তখনই লক্ষ করেছিলাম আমার পোর্টফোলিও ৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

হিসাবটা দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। তবে তখনও আমি জানতাম না যে এটাই বুরো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পোর্টফোলিও। কিন্তু পরবর্তীতে যখন হেড অফিস থেকে ফোন করে তথ্যটি আমাকে জানানো হলো তখনই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে আমিই সর্বোচ্চ পোর্টফোলিও অর্জন করেছি। প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এত বড় একটি অর্জন আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। সত্যি বলতে, খবরটি শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি, উৎসাহিত হয়েছি। ভবিষ্যতে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব।

প্রশ্ন: নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় অর্জন। শুধু আপনার জন্যই নয়, আপনার প্রতিটি সহকর্মীর জন্যও এই অর্জন আনন্দদায়ক। আপনার এই অর্জনের পেছনে আপনার সদস্যদের ভূমিকাও আছে নিশ্চয়ই। আপনি কতজন সদস্য নিয়ে কাজ করেন? সংক্ষিপ্ত একটি পরিসংখ্যান দিতে পারবেন কি?

জোসনা আক্তার: জী, আমার অর্জনের পেছনে আমার সদস্যদের অবদানও আছে। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ৭৮১ জন এবং এদের মধ্যে নিয়মিত ঋণী সদস্য ৩৮১ জন। আমার কেন্দ্রভুক্ত সদস্য ২০৬ জন এবং কেন্দ্রের ঋণ পোর্টফোলিও ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬১ টাকা। আমার এসএমই ঋণী আছে ১৭৫ জন এবং এখানে পোর্টফোলিও ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৭২ হাজার ৩ শত ২৯ টাকা।

প্রশ্ন: অর্থাৎ আপনার কেন্দ্রভিত্তিক পোর্টফোলিও'র চেয়ে এসএমই পোর্টফোলিও কয়েকগুণ বেশি। এত বড় অঙ্কের পোর্টফোলিও কিভাবে অর্জন করলেন? অর্থাৎ আপনার কাজের পদ্ধতিটি কী?

জোসনা আক্তার: প্রতিদিন সকালে কেন্দ্র কালেকশন শেষ করে আমি অন্যান্য সদস্যদের বাড়িতে যেতাম; বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমি সদস্য জরিপ করতাম। শুধু সকালেই না, বিকেলেও আমি সদস্যদের বাড়িতে যেতাম; তাদেরকে আমার মোবাইল নম্বর দিতাম এবং তাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ম্যানেজার ভাইকে দিতাম। পরবর্তীতে ম্যানেজার ভাই আমার জরিপ যাচাই করে ঋণ প্রদান করতেন। আমি আজ পর্যন্ত যে কয়টি জরিপ করেছি তার একটিও ভুল প্রমাণিত হয়নি, প্রত্যেকেই ঋণ পাওয়ার যোগ্য ছিল এবং ঋণ পেয়েছে। আপনাদের দোয়ায় আমার খেলাপী সদস্য মাত্র একজন। আমি আরেকটি কথাও এখানে বলতে চাই, সেটা হলো– এসএমই সদস্যদের ঋণ দেবার সময়ই আমি বলে নিতাম যে ঋণের কিস্তি আনতে আমি তাদের কাছে যাব না, তাদেরকেই অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কারণ, এতগুলো টাকা নিয়ে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। তাছাড়া, সদস্যরাও যাতে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে তাদের টাকা সঠিক সময়ে জমা হয়েছে। আমি আমার সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তারা কেউই আমার সাথে দ্বিমত করেননি এবং নিজেরাই অফিসে এসে কিস্তি জমা করেছেন। অর্থাৎ আমাকে কিস্তির টাকা সংগ্রহের জন্য কারো বাড়িতে ঘুরতে হয়নি। ফলে আমি হাতে যথেষ্ট সময় পেয়েছি এবং নতুন সদস্যকে জরিপ করার কাজে সেই সময় ব্যয় করতে পেরেছি।

প্রশ্ন: এ প্রসঙ্গে আমি আপনার কাছে আরো একটি বিষয় জানতে চাই। শুধু আমি-ই নই, আমার ধারণা আপনার সাফল্যের কথা জানার পর বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মীই আমার মত জানতে আগ্রহী হবে যে সদস্যদের কাছে আপনি নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন।

> সাফল্য পেতে হলে প্রতিষ্ঠানকে ভালবেসে কাজ করতে হবে। আমরা অন্যের সেবা করছি– এই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠান আমার উপর কাজ চাপিয়ে দিয়েছে এরকম ভাবা যাবে না। কাজ আমার, তাই আমাকেই করতে হবে
>
> *জোসনা আক্তার*
> *কর্মসূচী সংগঠক, বুরো বাংলাদেশ*

জোসনা আক্তার: বিষয়টা হচ্ছে সদস্যদের সাথে আন্তরিকতার সাথে মেশা এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। কাজটি যে খুব একটা কঠিন তা কিন্তু নয়। আমি সদস্যদের সাথে এমনভাবে মিশেছি যে সদস্যরা খুব খোলামেলাভাবেই তাদের আর্থিক সামর্থ্যের কথা আমার সাথে আলাপ করেছে। এতে আমি নিজেও বুঝতে পারতাম সদস্য ঋণ নিয়ে সঠিক খাতে ব্যয় করবে কিনা, সময় মত কিস্তি পরিশোধ করবে কিনা। পাশাপাশি আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছি, আমার প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বলেছি, ফলে তারা ঋণ নিতে আগ্রহী হয়েছে। সদস্যরা যখনই আমাকে ফোন করেছে আমি যতদ্রুত সম্ভব তাদের কাছে গিয়েছি, কথা বলেছি। ঋণ দেই আর না দেই, আন্তরিকতার সাথে সদস্যদের সেবা দিতে পারলেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

প্রশ্ন: অর্থাৎ সদস্যদের কাছে নিজেকে ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই সাফল্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়ে বুরো বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য আপনার আরো কোন পরামর্শ আছে কি?

জোসনা আক্তার: হ্যাঁ, বুরো বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী সেবা দিচ্ছে তা সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে, তবেই সদস্যরা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে আগ্রহী হবে। বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মীর উদ্দেশ্যে আমি বলব, সাফল্য পেতে হলে প্রতিষ্ঠানকে ভালবেসে কাজ করতে হবে। আমরা অন্যের সেবা করছি– এই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠান আমার উপর কাজ চাপিয়ে দিয়েছে এরকম ভাবা যাবে না। কাজ আমার, তাই আমাকেই করতে হবে– এ মনোভাবটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

প্রশ্ন: আপনি পরিশ্রম করেছেন, সাফল্য এসেছে। এর পেছনে আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা আছে নিশ্চয়ই?

জোসনা আক্তার: অবশ্যই আছে। কাজ করতে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি আমার শাখার ম্যানেজার শামীম রেজা ভাইয়ের। তার আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই আমি এতদূর আসতে পেরেছি। আমি যখনই কোন জরিপ ফর্ম ম্যানেজার ভাইয়ের কাছে জমা দিতাম, ভাই সাথে সাথে সেই সদস্যের বাড়িতে গিয়ে যাচাই করে আসতেন আর আমাকে ফোন করে জানাতেন। শামীম ভাইয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি এরিয়া ম্যানেজার আজিজ ভাইও আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আর জোনাল ম্যানেজার মুকুল ভাইয়ের উৎসাহ তো ছিলই। এরিয়া ম্যানেজার ভাই জোনাল অফিসে মিটিং করে এসে প্রায়ই আমাকে বলতেন, "জোনাল ম্যানেজার ভাই আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।" এতে আমার কাজের গতি আরো বেড়ে যেত।

প্রশ্ন: একজন নারী হিসেবে একটি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে আপনি কেমন বোধ করেন?

জোসনা আক্তার: আসলে এনজিও বা উন্নয়ন সংস্থা যাই বলি না কেন, এটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে সেবা দিতে পারি। আমি যদি

১২ পৃষ্ঠায় পড়ুন

ছড়িয়ে পড়েছে চিকুনগুনিয়া

চিকুনগুনিয়া এখন আতঙ্কের নাম। এই জ্বর তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে হাড়ের জোড়ের ব্যথা কমতে চায় না। ব্যথার তীব্রতাও প্রচণ্ড। রোগীর স্বাভাবিক হাঁটাচলা, হাত দিয়ে কিছু ধরা এমনকি হাত মুঠ করতেও বেশ কষ্ট হয়। তবে কখনো কখনো গিঁটের ব্যথা কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছরের বেশি সময় থাকতে পারে। আর শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজে অনীহা দেখা দেয়। উদ্যম বা শারীরিক-মানসিক শক্তিও কমে যায়। জ্বর ভালো হওয়ার পরেও তাই কিছু নিয়মকানুন ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

এই রোগের চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা মূলত উপসর্গভিত্তিক। এই রোগের বিশেষ কোনো ওষুধ বা টিকা নেই। একটানা তিন দিন জ্বর ও হাড়ের জোড়ে প্রচণ্ড ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে কোনো উপকার নেই। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করার পাশাপাশি ডাবের পানি, স্যালাইন, লেবুর শরবত প্রভৃতি পান করতে হবে। পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

চিকিৎসা পরবর্তী করণীয়

আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রাম নিতে হবে, প্রচুর পানি ও তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে। প্রয়োজনে জ্বর ও ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ওষুধ খেতে হবে।

জোড়ে ব্যথা থাকলে কী করবেন?

জ্বরের পরেও বিভিন্ন জোড় বা জয়েন্টে ব্যথা থাকলে, তাকে পোস্ট চিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিসও বলা যায়। এই জ্বরের পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে হাড়ের জোড়ে ব্যথা থাকে। এমনকি জোড় ফোলাও থাকতে পারে। ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল বা ট্রামাডল-জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

কারও কারও ক্ষেত্রে এ ব্যথা দীর্ঘায়িত হতে পারে। চিকুনগুনিয়া কিন্তু অপ্রকাশিত বাতরোগকে বিশেষ করে রিউমেটিক আর্থ্রাইটিসকে প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই ব্যথা দীর্ঘায়িত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বয়স্কদের বা অন্য রোগে আক্রান্তের বেলায় ব্যথা জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এই জ্বর পরবর্তী সময়ে বিশ্রামে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ভারী বা বেশি পরিশ্রম হয় এমন কাজ করা যাবে না, করলে ব্যথা বাড়তে পারে। তবে হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে এবং ফিজিওথেরাপি নেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘ সময় একই জায়গায় বসে থাকা ঠিক নয়। ঠান্ডা সেঁক দিলে ব্যথা অনেকাংশে কমে যায় বা আরাম পাওয়া যায়।

ত্বকের র‍্যাশ ভালো হবে কীভাবে?

চিকুনগুনিয়ার র‍্যাশ লালচে, হামের মতো। পিঠ, বুক, কাঁধ, মুখসবখানেই হতে পারে। কারও র‍্যাশ জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আবার কারও পরে হয়। এই রাশ অনেকের এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তবে অনেকের জ্বর সেরে যাওয়ার পর ত্বকের রং কালচে, চুলকানি বা অ্যালার্জি-জাতীয় দানা হতে পারে। এমনকি লালচে বড় দানা হতে পারে, যা ভীষণ চুলকায় ও অস্বস্তিদায়ক। সে ক্ষেত্রে অ্যান্টি অ্যালার্জি-জাতীয় ওষুধ, ত্বকে লাগানোর মলম ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি আরাম পাওয়া যায়।

> ব্যক্তিগত সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়

দুর্বলতা না কাটলে কী করবেন?

ঢাকা মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান বলেন, সব ভাইরাল জ্বরের পর শরীর অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই জ্বর থাকাকালীন ও পরবর্তী সময়ে প্রচুর তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। অনেক সময় শরীরে লবণের পরিমাণ কমে গিয়ে, রক্তচাপ কমে গিয়ে মাথা ঘোরাতে পারে। তাই রক্তচাপ মেপে যদি কম থাকে, তাহলে মুখে খাবার স্যালাইন খেতে হবে। এই সময়ে শাকসবজি, বিভিন্ন ফলমূল বেশি করে খাওয়া যেতে পারে। তিন সপ্তাহ পরও যদি দুর্বলতা না কমে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকুনগুনিয়ার পর অনেকের বিশেষ করে হাত-পায়ে জ্বালাপোড়া, ঝিনঝিন বা কামড়ানোর মতো ব্যথা হতে পারে। আবার কেউ বিষণ্নতায় ভুগতে পারে। প্রচণ্ড ব্যথা, কাজে ফিরতে না পারা, দৈনন্দিন কাজগুলোও ঠিকভাবে করতে না পারা এই ঝুকি বাড়ায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনেকের এই রোগে আক্রান্তের পর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নতুন অন্য অসুখ সংক্রমণ করতে পারে। তাই সাবধান থাকতে হবে এবং প্রচুর তরল ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, পরিচ্ছন্নতা বোধ এবং যথেষ্ট বিশ্রাম এই ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে পারে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই আসল!

এ রোগ প্রতিরোধের কোনো টিকা নাই। ব্যক্তিগত সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়। শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢাকা রাখা (ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরা), জানালায় নেট লাগানো, প্রয়োজন ছাড়া দরজা-জানালা খোলা না রাখা, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করা, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রিম ব্যবহার করার মাধ্যমে মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়। শিশু, অসুস্থ রোগী এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

মশার আবাসস্থল ও এর আশপাশে মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে। বাসার আশপাশে ফেলে রাখা মাটির পাত্র, কলসি, বালতি, ড্রাম, ডাবের খোলা ইত্যাদি যেসব জায়গায় পানি জমতে পারে, সেখানে এডিস মশা প্রজনন করতে পারে। এসব স্থানে যেন পানি জমতে না পারে, সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। বাড়ির আশপাশ নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে জীবাণু নিয়ে মশা অন্য মানুষকে আক্রান্ত করে, কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে যাতে মশা কামড়াতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাঃ শরিফুল ইসলাম; সৌজন্যে - প্রথম আলো

চর্তুমাসিক যমুনা

উন্নয়ন সংগঠক জাকির হোসেন সংখ্যা

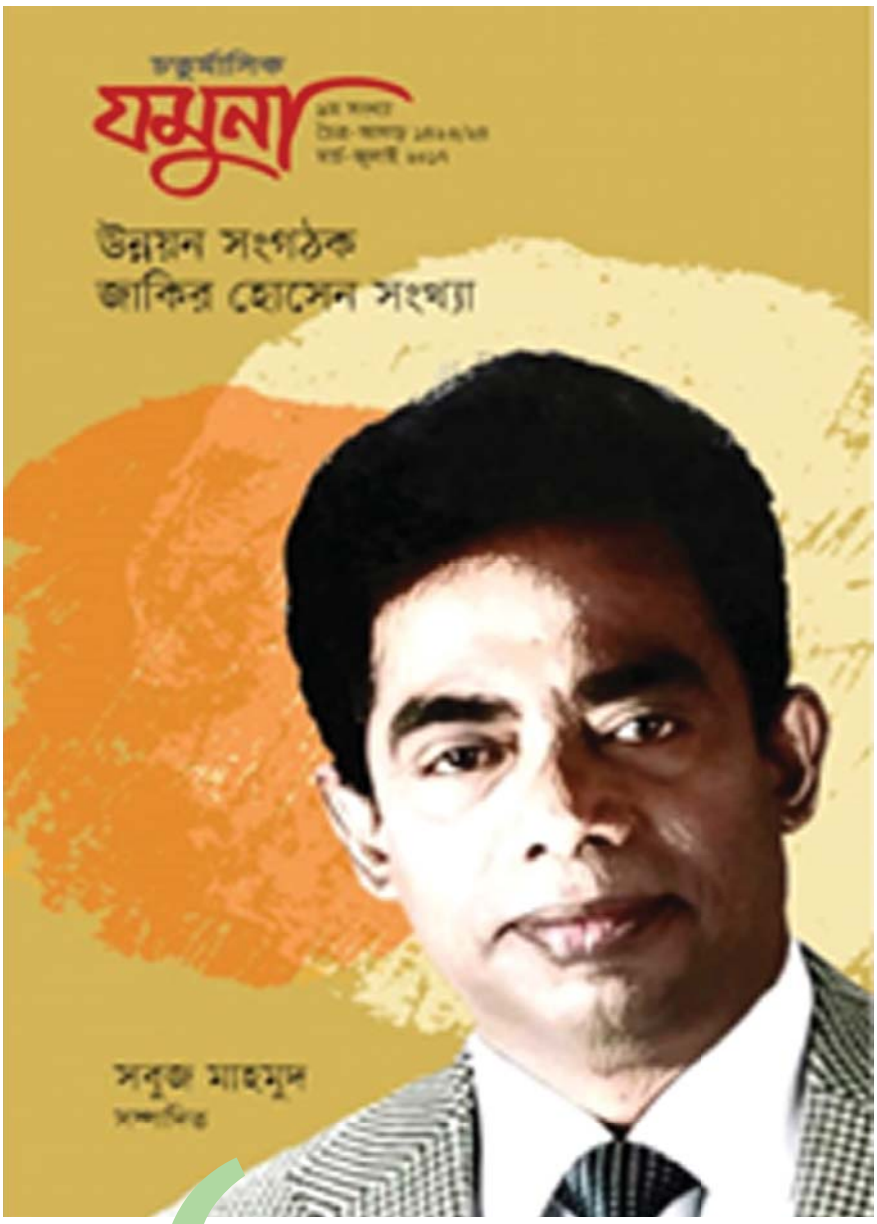

প্রতি চার মাস অন্তর টাঙ্গাইল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সৃজনশীল সাহিত্যের কাগজ 'যমুনা'। সাহিত্যের কাগজ হলেও যমুনা'র সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের প্রতিথযশা ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা-ধর্মী লেখা নিয়ে। পত্রিকাটির সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধকালীন কাদেরীয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার-উল আলম ও সত্তর দশকের অন্যতম কবি মাহমুদ কামালকে নিয়ে। তাঁরা দু'জনই দেশ বরেণ্য, টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান। সম্ভবত এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্মাসিক যমুনা'র নবম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে টাঙ্গাইলের আরেক কৃতি ব্যক্তিত্ব, উন্নয়ন সংগঠক জাকির হোসেন-এর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে।

জাকির হোসেন দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিশ্রমের মিশেলে গত সাতাশ বছর ধরে এদেশের উন্নয়নকামী মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সৃষ্টির জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। বুরো বাংলাদেশের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণসহ বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সেবা প্রদান, বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা ও বিভিন্ন মানবসেবামূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন একজন নেপথ্য কর্মী হিসেবে। দেশের মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে তার এই নিভৃত আত্মনিয়োগ ফলপ্রসু হলেও সুদীর্ঘ সময় তিনি ছিলেন পর্দার ওপাশে। ফলে তার সংগ্রামী ব্যক্তি জীবন ও ঐশ্বর্যময় কর্ম জীবন খুব কমই আলোচিত হয়েছে। এই অনালোচিত থেকে যাওয়াটা সম্ভব হয়েছে তার স্বভাবগুণে, কারণ ন তিনি প্রচারবিমুখ মানুষ।

> আমি স্বাপ্নিক তবে স্বপ্নচারী নই। আমি সেই স্বপ্ন দেখি যা বাস্তবায়নযোগ্য। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও উপার্জন করবে, দারিদ্র্যের শেকল ছিন্ন করে এদেশের মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে– এটুকুই আমার স্বপ্ন'
>
> *জাকির হোসেন*
> *উন্নয়ন সংগঠক, নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ*

একজন শিল্পীর কাছে তার ব্যক্তিসত্তার চেয়ে শিল্পীসত্তার গুরুত্ব যেমন বেশি, জাকির হোসেনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তাই। কারণ তিনিও একজন শিল্পী, বলা যায়– উন্নয়ন শিল্পী। চতুর্মাসিক 'যমুনা'র সম্পাদনা পরিষদ জাকির হোসেনের এই অকৃত্রিম শিল্পীসত্তাকেই সম্মান দিতে চেয়েছেন বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

'উন্নয়ন সংগঠক জাকির হোসেন সংখ্যা'র জন্য লেখা আহ্বান করে প্রেরিত চিঠিতে সম্পাদক লিখেছিলেন, '...দারিদ্র্য বিমোচনের এই সংগ্রামের একজন নেপথ্য নায়ক হিসেবে বিগত সাতাশ বছর ধরে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। চতুর্মাসিক যমুনা'র সম্পাদনা পরিষদ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে এই প্রচারবিমুখ অথচ সফল উদ্যোক্তা ও উন্নয়নকর্মীর জীবন ও কর্মের ওপর সামান্য আলোকপাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।' একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, '... ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বুরো টাংগাইল। প্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তিই সংগঠনটির মূল লক্ষ্য। এটি প্রতিষ্ঠা করেন জাকির হোসেন। ... তিনি একাত্তরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে স্বাধীন দেশের অসহায় মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বুরো বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। ... চতুর্মাসিক যমুনা'র বর্তমান সংখ্যাটি নিভৃতচারি এ উন্নয়নকর্মীর বর্ণিল জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়নধর্মী লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে।'

পত্রিকাটির ভেতর-বাহির পরখ করে সম্পাদকীয় বক্তব্যের যথার্থতাও খুঁজে পাওয়া যায়। মোস্তাফিজ কারিগরের চমৎকার প্রচ্ছদে নবম সংখ্যায় স্থান পেয়েছে আশি জন লেখকের লেখা। যমুনার এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন তাদের অধিকাংশই নিয়মিত লেখক নন কিন্তু প্রতিটি লেখার তথ্যমূল্যের পাশাপাশি প্রাঞ্জলতাও পাঠককে মুগ্ধ করবে।

যমুনা'র জাকির হোসেন সংখ্যাটি শুরু হয়েছে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে। তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে জাকিরকে চিনি একজন চমৎকার ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে। দেশে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্কিং সংস্থা এডাব এবং পরবর্তীতে এফএনবি গঠন প্রক্রিয়ায় তাকে সবসময় সক্রিয় দেখেছি। বিশেষ করে, বর্তমান পর্যায়ে এফএনবি-কে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে দেশব্যাপী তার নিরবিচ্ছিন্ন শ্রম এবং সাংগঠনিক কর্মকান্ড আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

সংখ্যাটিকে সাজানো হয়েছে 'জাকির হোসেন সম্পর্কে অণুগদ্য', 'স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন',' নিবেদিত কবিতা', 'জাকির হোসেন রচিত লেখা', 'সাক্ষাৎকার', 'জীবনপঞ্জি', 'এক নজরে বুরো বাংলাদেশ' ও 'স্থিরচিত্রে জাকির হোসেন' বিভাগগুলো দিয়ে। 'জাকির হোসেন সম্পর্কে অণুগদ্য' নামক অণু বিভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে দেশ ও দেশের বাইরের আট জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোকে। বিভাগটি বর্তমান সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ বিভাগে লিখেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্ণর ড. আতিউর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সিপিডি'র ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নিজেরা করি'র প্রধান নির্বাহী খুশি কবির, ভারতের বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র শেখর ঘোষ এবং পরিবেশ অধিকার কর্মী ও বেলা'র প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন, 'জাকির হোসেন একজন উদ্যোক্তা, একজন সমাজকর্মী। সুবিধা-বঞ্চিত মফস্বলের নারী-পুরুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজকে পরিবর্তন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বর্তমান।' ড. আতিউর রহমান জাকির হোসেনের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, '...বাংলাদেশের আজকের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তা সম্ভব হয়েছে মূলধারার নীতি নির্ধারকদের পাশাপাশি জনাব জাকির হোসেনের মত কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষের মেধা, শ্রম ও দূরদৃষ্টির যুগপৎ সমাবেশের মাধ্যমে।'

স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্থান পেয়েছে কবি বুলবুল খান মাহবুব, আনোয়ার উল আলম, পশ্চিমবঙ্গের কবি কমল চক্রবর্তী, ড. মাহবুব সাদিক, মো. আতিকুন্নবী, সুখেন্দ্র কমার সরকার, শিব নারায়ন কৈরী, গ্রাহাম রাইট, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ড. এম এ ইউসুফ খান, খান মোহাম্মদ খালেদ, খন্দকার নাজিম উদ্দিন, মাহমুদ কামাল, মোহাম্মদ আব্দুল মাননান, আবু মাসুম, শুচি সৈয়দ, রোকেয়া ইসলাম, নীহার সরকার, ফেরদৌস সালাম, মোস্তাফিজ কারিগরসহ অনেক বিশিষ্ট জনের লেখা। আনোয়ার উল আলম মুক্তিযুদ্ধে জাকির হোসেনের অবদান স্মরণ করে লিখেছেন, 'আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাকির হোসেনের ছিল একটা বিরাট অথচ গোপন ভূমিকা। তিনি টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর জানবাজ পার্টি অর্থাৎ গ্রেনেড পার্টির সাথে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন। ... তিনি দেলদুয়ারের মিলুর মাধ্যমে আমাদের প্রধান কার্যালয় থেকে গ্রেনেড সংগ্রহ করতেন এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করতে সহায়তা করতেন।' পশ্চিমবঙ্গের ভালোপাহাড়ের কবি কমল চক্রবর্তীর লেখাটির শিরোণাম 'পালক মাথায় মানুষ।' চমৎকার লিখন শৈলিতে তিনি লিখেছেন, 'গরিব মানুষের পাশে অনিবার্য, জাকির, এক আশ্রয়! এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা লড়াই, জাকির! অভাবের সঙ্গে পাঞ্জা, জাকির! প্রতিনিয়ত আরও দুর্মর, জাকির!' কমল চক্রবর্তীর এই লেখা যে কোন পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। এই বিভাগের বাকি লেখাগুলো পাঠককে জাকির হোসেনের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও সংগ্রামমুখর জীবনের সাফল্যের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেবে বলে মনে করি।

স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন বিভাগে আরো লিখেছেন জাকির হোসেনের দীর্ঘদিনের সহকর্মী মোশাররফ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, প্রাণেশ বণিক, মুকিতুল ইসলামসহ আরো অনেকে। দীর্ঘ হলেও বুরো বাংলাদেশের পরিচালক-অর্থ মোশাররফ হোসেনের তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটি বুরো বাংলাদেশের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও এর সাথে জাকির হোসেনের সুদৃঢ় বন্ধন সম্পর্কে পাঠকের ধারণাকে আরো পোক্ত করবে। বুরো বাংলাদেশের ইতিহাস হিসেবে আরো বর্ধিত কলেবরে লেখাটিকে মলাটবদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব জাকির হোসেনের একটি সাক্ষাৎকারও রয়েছে এ সংখ্যায়। বহু লেখকের লেখা পড়ে ধারণা নেবার পর পাঠক যখন জাকির হোসেনের ভাষ্যে তার জীবন, কর্ম ও স্বপ্নের কথা জানবেন তখন নিঃসন্দেহে অভিভূত হবেন। সাক্ষাৎকারের একটি জায়গায় জাকির হোসেন বলেছেন, 'আমি স্বাপ্নিক তবে স্বপ্নচারী নই। অর্থাৎ, আমি সেই স্বপ্ন দেখি যা বাস্তবায়নযোগ্য। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও উপার্জন করবে, দারিদ্র্যের শেকল ছিন্ন করে এদেশের মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে– এটুকুই আমার স্বপ্ন।'

এছাড়া নিবেদিত কবিতা বিভাগে আছে আলম তালুকদার, আলমগীর রেজা চৌধুরী ও বাদল মেহেদীর কবিতাসহ সাতটি কবিতা। আর জাকির হোসেনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি লিখেছেন অধুনা প্রকাশনীর স্বত্তাধীকারী সাকী আনোয়ার।

তবে শব্দের চেয়ে চিত্রই যেহেতু বেশি শক্তিশালী তাই চতুর্মাসিক যমুনার বড় একটি আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে 'স্থিরচিত্রে জাকির হোসেন' বিভাগটি। ১৯৬৯ থেকে শুরু করে ২০১৭ সালের জাকির হোসেনকে পাঠক দেখতে পাবেন এ বিভাগের রঙিন পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে। অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় লেখার মান ও অলঙ্করণে চতুর্মাসিক যমুনা'র 'উন্নয়ন সংগঠক জাকির হোসেন সংখ্যা'টি সংগ্রহে রাখার মত একটি প্রকাশনা। আমি যমুনা'র এই উদ্যোগের প্রশংসা এবং সাফল্য কামনা করি।

আশরাফুল আলম খোশনবীশ, অফিস ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধানকারী হিসাবে আপনি কেমন?

আপনি ব্যবস্থাপক বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বা একজন তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা। বলছি না, এর মানেই হলো অফিসের সবচেয়ে আরামের চেয়ারটা আপনার দখলে। আপনি হয়তো অফিসের সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তা নন, কিন্তু আপনার তত্ত্বাবধানে কাজ করে এক দল কর্মী। তাঁদের কাছে ব্যক্তি হিসেবে আপনি কেমন? আপনি কি নিজেকে "বস" ভাবেন? কর্মীরা কি ব্যবস্থাপক হিসেবে আপনাকে পেয়ে খুশি? নাকি মাঝরাতে আপনি তাঁদের দুঃস্বপ্নে হানা দেন?

এমনও হতে পারে, এসব প্রশ্ন আপনার কাছে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কর্মীরা কে কী ভাবল, তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি বোঝেন কেবল কাজ, ডেডলাইন, প্রফিট, টার্গেট, পারফরম্যান্স, উপস্থিতি... এসব। তাহলে, আপনার জন্য দুঃসংবাদ। আপনি ইতিমধ্যেই মন্দ ব্যবস্থাপক হয়ে বসে আছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। ভালো মানুষ মাত্রই ভালো ব্যবস্থাপক, কাজ জানেন মানেই তিনি নেতৃত্ব দিতে জানেন এমনটা নয়।

বসের সঙ্গে স্কুলশিক্ষকের মিল খুঁজে পান একটি বড় প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালকও। তিনি বলছিলেন, স্কুলে অনেক টিচার পড়াটা ভালোমতো না বুঝিয়েই বকাঝকা শুরু করতেন। তখন মনে হতো সব যদি বুঝতামই, তবে তো আর স্কুলে পড়তাম না। কর্মক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সে রকম। অনেক ব্যবস্থাপক ভাবেন, কর্মীরাও তাঁর মতো করেই সবটা জানবে, বুঝবে। তিনি জানেন বলেই তিনি অমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছেন। কর্মীরা তাঁর মতো বুঝবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গির কথাও বলছিলেন তিনি। প্রথম দিকে আমার একজন ব্যবস্থাপককে ভালো মনে হতো না। কিন্তু তাঁর চাপে পড়েই অনেক কাজ শিখেছি। এখন বুঝি, ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি কার্যকরী ছিলেন।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একজন ব্যবস্থাপক বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বস্ নন, দলনেতা

মন্দ ব্যবস্থাপক-এর বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে মন্দ ব্যবস্থাপক-এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। নিজের সঙ্গে একঝলক মিলিয়ে দেখুন!

- মন্দ ব্যবস্থাপকের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি কর্মীদের প্রশংসা করতে জানেন না। উৎসাহ দেওয়াটা তাঁর অভ্যাসে নেই। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কথা বলতে গেলে তিনি আমি শব্দটা ব্যবহার করেন। আবার ব্যর্থতার কথা বলতে গেলে আপনাদের বা তোমাদের ব্যবহার করতে ভুল হয় না। যদি কর্মীকে তাঁর প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু দিতে না জানেন, তার মানে ব্যবস্থাপক হিসেবে আপনি ভালো নন!

- ব্যবস্থাপক (বস) সব সময় ঠিক, এমনটা নয়। কর্মীদের মতামতও যৌক্তিক হতে পারে। সব সময় টেবিলের এক প্রান্তে বসে বস কথা বলবেন আর অন্যরা মাথা দোলাবে, এটাও দুর্বল নেতৃত্বের লক্ষণ। আপনি যদি চান কর্মীরা প্রতি মুহূর্তে আপনার ভয়ে থরকম্প হয়ে থাকুক, তাতে আখেরে কাজেরই ক্ষতি হবে। কর্মীরা আমার মতো করে ভাববে, কাজ করবে, আমার পছন্দটাই পছন্দ করবে, আমার অপছন্দে সায় দেবে এমন ভাবাটা মন্দ ব্যবস্থাপকের বৈশিষ্ট্য।

- ক্রমাগত সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি বদলও কর্মীদের কাছে আপনাকে অজনপ্রিয় করে তুলবে। আপনি কী চান আর কী চান না, সেটা নির্দিষ্ট করে না বলে শুধু অধস্তন কর্মীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করলেই সমস্যার সমাধান

কার্যকরী ব্যবস্থাপক যেভাবে হবেন

কার্যকরী ও দক্ষ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বা ভাল কর্মকর্তা হতে হলে অধস্তন কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিনিয়ত উচ্চ মাত্রার ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। খুব কমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই একজন ব্যবস্থাপকের লোকবল ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ফলে অনেক বসই তাঁদের দল পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। ব্যবস্থাপকদের আরও কার্যকরী ও দক্ষ হওয়ার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে সফলতার সঙ্গে কর্মী পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে নিজের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব।

- কর্মীদেরকে না শিখিয়ে না বুঝিয়ে কোন কাজ চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে পরামর্শ প্রদান (ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সিলিং) অত্যন্ত উপযোগী হতে পারে।

- প্রদত্ত যে কোন কাজ বা নির্দেশনার বিষয়ে ব্যবস্থাপক প্রথমে নিজে পরিষ্কার ভাবে বুঝবেন, এরপর কর্মীদেরকে বোঝাবেন বা নির্দেশনা দিবেন।

- কর্মীদের কাছ থেকে শোনার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন

হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা ভুল।

- একজন মন্দ ব্যবস্থাপক কখনো কর্মীকে বড় হওয়ার' সুযোগ দেন না। কর্মীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চান না। পরিবার, স্বজনের খোঁজখবর নেন না।

- পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ মন্দ বসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অফিসে আত্মীয় কিংবা কাছের মানুষদের অগ্রাধিকার দেন, ভুল করলেও ছাড় দেন। সব কর্মীর প্রতি তাঁর আচরণ সমান হয় না। অনেকে নারী কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে দুর্বল মনে করেন। আবার উল্টোটাও হয়। অনেক পুরুষ বস নারী কর্মীদের প্রতি কিছুটা বাড়তি আগ্রহ দেখান। এসব ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

- প্রতিষ্ঠানের বাইরে দেখা হলে এড়িয়ে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা না করা, যখন তখন এমনকি ছুটির দিনেও ফোনে তটস্থ রাখা, সব সময় ধমকের ওপর রাখা কিংবা কথার গুরুত্ব না দেওয়া এসবও মন্দ ব্যবস্থাপকের লক্ষণ।

সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, সে জন্য কর্মীর কাছ থেকেই সম্ভাব্য সমাধান বের করে আনতে হবে।

- নিয়মিত কর্মীর কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক কর্মীকে জানানো। এটি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। একজন বস কর্মীদের শক্তিশালী দিকগুলো পর্যালোচনা করে সেভাবে বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন।

- কর্মীকে তাঁর অর্জনের জন্য প্রশংসা করা শিখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র, সনদ বা যেকোনো ধরনের মৌখিক স্বীকৃতি কর্মীকে অনেক উদ্দীপ্ত করে থাকে।

- ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য সব রকমের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে।

- একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক তাঁর দলের সদস্যদের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সব সময় সচেষ্ট থাকবেন।

- কর্মীর কাজের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকলে ব্যবস্থাপককে উদ্যোগ নিয়ে তা অপসারণে এগিয়ে যেতে হবে।

- ব্যবস্থাপককে তাঁর নিজের কাজে সততা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে, যা তাঁর দল ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয় হয়।

- কার্যকরী ব্যবস্থাপকগণ জানেন কীভাবে দলকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। দলের সবারই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রয়োজন থাকতে পারে। এসব বিবেচনায় রেখে কর্মীদের উদ্দীপ্ত ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন পন্থা ও কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

- প্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের চাপ ও ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, যাতে ইতিবাচক মানসিকতা বজায় থাকে। ব্যবস্থাপক ইতিবাচক থাকলে কর্মীদেরও ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখা সম্ভব হয়।

সর্বোপরি, একজন ব্যবস্থাপক দল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি গড়ে তোলায় সক্রিয় থাকবেন। মনে রাখতে হবে, কর্মীর উন্নতি ও সামনে এগোনোর মধ্য দিয়ে একজন ব্যবস্থাপকের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সংগ্রহ এবং সংকলন: প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক

শোক সংবাদ

মোছা: কুলছুম আক্তার, পিন-১২১৩৩, পদবী- কর্মসূচী সংগঠক, শাখা- গজারিয়া, অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ, যোগদানের তারিখ-০১/০৮/২০১১, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচ,এস,সি। তিনি কর্মরত থাকা অবস্থায় কেন্দ্রে যাওয়ার সময় মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যান। প্রথমে তাকে কাছের একটি ফার্মেসীতে নেয়া হয়। তার প্রেসার মাত্রাতিরিক্ত ছিল বিধায় ফার্মেসীর লোকজনের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ২৮/০৫/২০১৭ তারিখে আনুমানিক বেলা ২:৩০মি: সকলকে চির বিদায় জানিয়ে চলে যান (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র আচরণের একজন সুদক্ষ কর্মী। সংস্থার প্রতি ছিল তার দৃঢ় আস্থা এবং অঙ্গীকারবদ্ধতা। বুরো পরিবার কুলছুম আক্তারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মো: জুলফিকার আলী, পিন-২৯০৩, পদবী: সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা: সিংড়া, অঞ্চল: পাবনা, যোগদানের তারিখ-৩০/১০/২০০৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি,এ। বেশ কিছুদিন যাবৎ তার বুকে যন্ত্রণার ভাব ছিল এবং কিছুটা হাইপ্রেসার এর লক্ষণ ছিল, তবে নিয়মিত চিকিৎসা করাতেন। একদিন হঠাৎ করে কেন্দ্র থেকে আবাসিকে ফিরে ওয়াশরুমে অসুস্থ হয়ে তিনি নীচে পড়ে যান। এরপর তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমপ্লেক্স-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬/০২/২০১৭ তারিখে রাত ০৯:১০মি: -এ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তার অকাল মৃত্যুতে বুরোর প্রতিটি কর্মী শোকাহত এবং মর্মাহত। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কর্মী, আন্তরিক ও পরিশ্রমী। বুরো পরিবার মো: জুলফিকার আলীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

নিলুফুন নাহার চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা-মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক উৎস থেকে আঁশ উৎপাদন প্রকল্প

প্রাকৃতিক উৎস (কলাগাছ ও আনারসের পাতা) থেকে আঁশ উৎপাদন এবং উৎপাদিত আঁশ থেকে পণ্য তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় এবং দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বুরো কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে সম্ভাবনাময় প্রকল্পটি চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৫ই মে নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে বুরোর একটি প্রতিনিধি দল প্রকল্পের অধীনস্তঃ স্থানীয় মহিলাদের সাথে এ বিষয়ে মত বিনিময় করে।

গারো আদিবাসীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সহযোগিতা

সম্প্রতি মধুপুরের দরিদ্র গারো আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের জন্য স্থাপিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা চালু রাখার লক্ষ্যে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য বুরো বাংলাদেশের নিকট আবেদন জানিয়েছে। গত ৪ঠা মে নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে বুরোর একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিসহ তাদের কয়েকটি স্থাপনা পরিদর্শন করে এবং এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয়দের সাথে মত বিনিময় করে। বুরো বাংলাদেশ নীতিগতভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে সহযোগীতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

"ক্ষুদ্রঋণে খেলাপী নিয়ন্ত্রণ" সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা

গত ২২ শে মে "ক্ষুদ্রঋণে খেলাপী নিয়ন্ত্রণ" সংক্রান্ত এক মত বিনিময় সভা বুরো প্রধান কার্যালয়ের মিটিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়। CDF, INAFI এবং FNB এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় বিভিন্ন MFI এর নির্বাহী পরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন FNB-র চেয়ারপারসন এবং ব্র্যাকের CFO জনাব এস এন কৈরী। সভায় বিষয়-সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী বক্তব্যসহ সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এবং FNB-র ভাইস চেয়ারপারসন জনাব জাকির হোসেন।

ধলাপাড়া শাখার নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন

গত ২৫ মে মধুপুর অঞ্চলের ধলাপাড়া শাখার নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অত্যন্ত চমৎকার এবং প্রশস্ত এই ভবনের উদ্বোধন করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে জনাব সিরাজুল ইসলাম পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী এবং প্রাণেশ বণিক অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী সহ বুরোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাফল্য

শাখার পোর্টফোলিও ১১ কোটি টাকা অতিক্রম

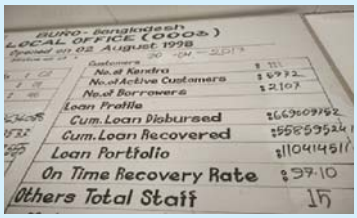

বুরো বাংলাদেশের টাংগাইল লোকাল অফিস এই বছর এপ্রিল মাসে তাদের পোর্টফোলিও ১১ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। চমৎকার এই অর্জনে ঐ শাখার সকল কর্মী ভাইবোনদের এবং সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন!

হাওড় এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

সম্প্রতি সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল হাওড়ে উজানের ঢলে সৃষ্ট ভয়াবহ অকাল বন্যা দেখা দিয়েছিল। এতে ঐ এলাকার প্রায় সকল ফসলী জমির পাকা ধানসহ মাছ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবকিছু হারিয়ে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে । এমতাবস্থায় বুরো তাদের জীবন ধারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ১০০০ পরিবার এবং সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর উপজেলার ১৫০০ পরিবারের মধ্যে জরুরী ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বুরোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন।

বুরো অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশের অডিট কমিটির সভা নির্বাহী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অডিট কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ডঃ নুরুল আমীন খান এবং অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। খন্দকার মাহফুজুর রহমান, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বুরোর গভর্ণিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

গত ৭ই জুন বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির ১১৮ তম সভা নির্বাহী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ এবং নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভাশেষে উপস্থিত সকলের জন্য ইফতারের আয়োজন করা হয়।

CHRD-র সুযোগসুবিধা বিষয়ে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিয়ে মত বিনিময়

গত ৯ই জুন সিলেট CHRD-তে প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে CHRD-র সুযোগসুবিধা বিষয়ে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বৃহৎ কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বুরোর বিভিন্ন CHRD-র সুযোগসুবিধা এবং বিপনন বিষয় নিয়ে ডিজিটাল উপস্থাপন করেন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জনাব নজরুল ইসলাম।

বুরো বাংলাদেশ এবং মাষ্টারকার্ড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অর্থায়নে চারটি পর্যায়ে এ পর্যন্ত ১,৫০,০০০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ের প্রকল্পের অধীনে আরও ২৫,০০০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সম্প্রতি ৪ঠা মে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ এবং মাষ্টার কার্ড এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর জনাব এস কে সুর চৌধুরী, মাষ্টারকার্ডের বাংলাদেশ এবং এশিয়া অঞ্চলের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ, বুরোর নির্বাহী পরিচালক এবং অর্থ পরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বুরো বাংলাদেশ - এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ● সংখ্যা-৬ ● বর্ষ-২

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

গত ৫ই জুলাই সিলেট CHRD- তে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অঞ্চলের এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচীসহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াটারক্রেডিট প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১১ই জুলাই খুলনা CHRD- তে ওয়াটারক্রেডিট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল এবং খুলনা অঞ্চলের এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। কর্মশালা

পরিচালনা করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং জনাব প্রাণেশ বণিক। কর্মশালায় ডিভিশনাল ম্যানেজারসহ প্রকল্পের অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

খবরাখবর সংগ্রহ ও সংকলনে: প্রাণেশ বণিক

জ্যোস্না আক্তারের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

৩ পৃষ্ঠার পর

অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম তাহলে মনে হয় মানুষকে এভাবে সেবা দিতে পারতাম না। আমি মনে করি, প্রতিষ্ঠানের নিয়মের মধ্যে থেকেও একজন এনজিও কর্মী পারে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে অবদান রাখতে। তাছাড়া সদস্যরা আমার সাথে অত্যন্ত ভাল আচরণ করে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে অনেক মানুষের মধ্যে তারা আমাকে সালাম দেয়, বাড়িতে গেলে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দেয়। সদস্যদের কাছ থেকে এই রকম সম্মান পেয়ে আমি খুশি। মানুষের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে মনে হয় সাধারণ মানুষের জন্য হয়তো কিছু করতে পারছি। বুরো বাংলাদেশ - এ কাজ করি বলেই মানুষের কাছ থেকে এমন সম্মান পাচ্ছি, এর জন্য আমি সত্যিই গর্বিত।

প্রশ্ন: প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনি আপনার মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন, এতে পরিবারকে সময় দিতে কি কোন অসুবিধা হয়েছে?

জোসনা আক্তার: আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসি, কাজকে নিজের বলে মনে করি। তাছাড়া অফিসের কাজ করার ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি আমি শেষ করতে পারি। তাই প্রতিষ্ঠান ও পরিবার দুই জায়গাতেই সময় দিতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন: আজ আপনাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেমন লাগছে? আর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার বিশেষ কোন প্রত্যাশা আছে কিনা?

জোসনা আক্তার: নির্বাহী পরিচালক স্যার যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এর জন্য আমি অনেক খুশি। স্যার আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন, সকল পরিচালক স্যার ও সিনিয়র ভাইদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এটাই আমার বড় পাওয়া। প্রতিষ্ঠানকে ভালবেসে আমি এই পোর্টফোলিও অর্জন করেছি। প্রতিষ্ঠান আমাকে যোগ্য মনে করে যা দিবে আমি তাই সাদরে গ্রহণ করবো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
আশরাফুল আলম খোশনবীশ, অফিস ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org